ব্রেন্ডন গ্রিমশো: মৃত দ্বীপ থেকে স্বপ্নের জাতীয় উদ্যানের রূপকথা

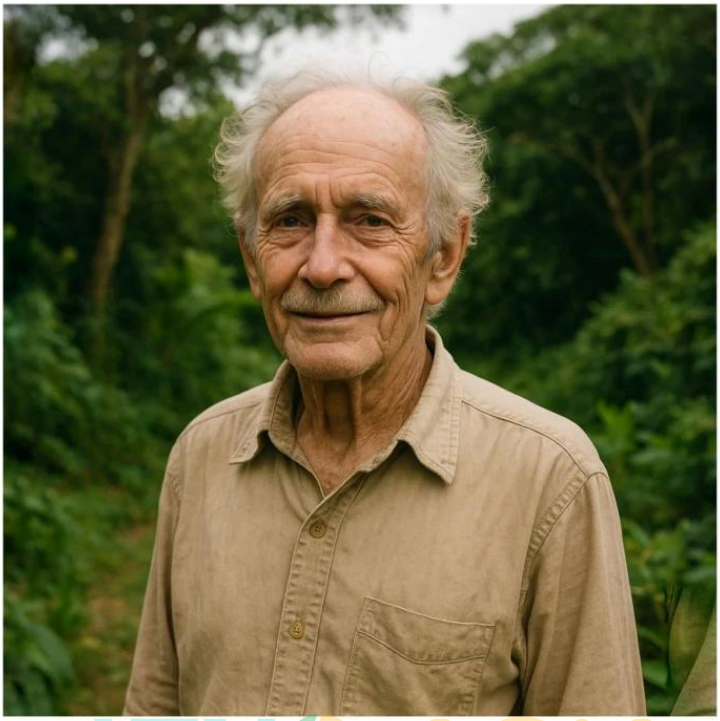

সংগৃহীত ছবি

একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক, ব্রেন্ডন গ্রিমশো, কিনেছিলেন জনমানবহীন এক দ্বীপ—মোয়েন আইল্যান্ড। ঘন আগাছা আর নির্জনতায় ঢাকা সেই দ্বীপকে তিনি পরিণত করেন সবুজে ভরা এক স্বর্গে। নিজের হাতে হাজারো গাছ লাগানো থেকে শুরু করে প্রাণীকুল ফিরিয়ে আনা—সবই ছিল তাঁর অদম্য পরিশ্রমের ফসল। শেষ জীবনে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কোটি কোটি ডলারের প্রলোভন, যাতে দ্বীপটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। আজও তাঁর কাহিনি প্রকৃতিপ্রেমের এক অনন্য উদাহরণ।

কল্পনা করুন, এক নির্জন দ্বীপ—কোথাও মানুষের চিহ্ন নেই, শুধু আগাছা আর নীরবতা। সেই পরিত্যক্ত দ্বীপেই নতুন জীবন ফিরিয়ে এনেছিলেন ব্রেন্ডন গ্রিমশো, এক ব্রিটিশ সাংবাদিক। ১৯৬২ সালে তিনি মাত্র ১৩ হাজার মার্কিন ডলারে সেশেলসের মোয়েন আইল্যান্ড কিনে নেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে যেখানে কোনো মানুষ বসবাস করেনি, সেটিকেই তিনি বানান নিজের আবাস। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় বন্ধু রেনে লাফোর্টিন। দুজনে মিলে শুরু করেন অকল্পনীয় এক যাত্রা।

৩৯ বছরের শ্রমে তাঁরা লাগান প্রায় ১৬ হাজার গাছ। তৈরি করেন ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা। দ্বীপে ফিরিয়ে আনেন হারিয়ে যাওয়া পাখি আর কচ্ছপ। ২০০০-এর বেশি পাখির প্রজাতি আবার বসতি গড়ে দ্বীপে। শতাধিক দৈত্যাকার কচ্ছপও ফিরে আসে, যাদের অনেকেই বিলুপ্তির পথে ছিল।

দ্বীপের অভিজ্ঞতা নিয়ে ব্রেন্ডন লেখেন "A Grain of Sand" (১৯৯৬) নামের বই, আর ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয় একই নামের ডকুমেন্টারি। সেগুলো বিশ্ববাসীকে জানায় এক পরিত্যক্ত দ্বীপের পুনর্জন্মের বিস্ময়।

২০০৭ সালে রেনে মারা গেলে ব্রেন্ডন একাই থেকে যান দ্বীপে। বয়স তখন ৮১। নিঃসঙ্গ হলেও তিনি প্রকৃতির সঙ্গেই বেঁচে থাকেন। একসময় সৌদি আরবের এক রাজপুত্র তাঁকে দ্বীপটির জন্য প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডলার অফার করেছিলেন। কিন্তু ব্রেন্ডন দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর কথা ছিল—

“এই দ্বীপ আমি ধনীদের বিলাসবহুল রিসোর্টে পরিণত হতে দিতে চাই না। এটি হবে জাতীয় উদ্যান, যেখানে মানুষ আর প্রাণী মিলেমিশে স্বাধীনভাবে বাঁচবে।”

২০০৮ সালে তাঁর স্বপ্ন সত্যি হয়। মোয়েন আইল্যান্ড আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা পায়।

২০১২ সালের জুলাই মাসে ব্রেন্ডন মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন দ্বীপটির একমাত্র অধিবাসী। মৃত্যুর পরও তিনি থেকে গেছেন তাঁর ভালোবাসার দ্বীপেই—চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে।